যুগান্তর

তারিখ 0 6 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ইমপ্রুভমেন্ট অব কোয়ালিটি এডুকেশন মডেল প্রকল্প

ইমপ্রুভ অব কোয়ালিটি এডুকেশনের খেলতে খেলতে পড়া দৃশ্য

হাসান আরেফিন, *শ্রীপুর থেকে ফিরে*

প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সাড়া জাগিয়েছে 'ইমপ্রুভমেন্ট অব কোয়ালিটি এডুকেশন (আইকিউই)' মডেল প্রকল্প। ঢাকা আহছানিয়া মিশনের পরিচালনায় গাজীপুর জেলার শ্রীপুরের বিভিন্ন এলাকায় এ প্রকল্পটি সত্যিকার অর্থেই শিশুদের শিক্ষা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন ও একটি সচেতন কমিউনিটি গড়ে তুলতে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক অভিভাবকসহ বিশিষ্টজনরা এ প্রকল্পটিকে দেখছেন ইতিবাচক দৃষ্টিতে।

সম্প্রতি প্রকল্প এলাকা ঘুরে এবং শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শ্রীপুর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নে এ প্রকল্পটি চালুর ফলে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া শিশুদের হার অনেকটা কমে গেছে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানও সহজ হচ্ছে। আলাপকালে আহছানিয়া মিশনের জনসংযোগ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির টুটুল, প্রকল্প ম্যানেজার সালমা পারভীন, আইকিউই প্রকল্পের ম্যানেজার এ কে ফজলুর রহমান, এরিয়া কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ বাচ্চু মোল্লা ও প্লান বাংলাদেশের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর (লার্নিং) জাহিদ হোসাইন উপস্থিত ছিলেন। আইকিউই প্রকল্পের এরিয়া কো-অর্ডিনেটর বাচ্চু মোল্লা জানান, এ প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ৪ হাজার ১৩ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরুর আগে দুই ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদান করা হয়। এর ফলে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হচ্ছে যা পরবর্তী সময়ে জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা তাদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে অগ্রগামী শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাল মেলাতে সক্ষম হচ্ছে। সম্পূর্ণ গ্রাম উন্নয়ন কমিটির পরিচালনায় এবং স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সহায়তা, স্কুল শিক্ষক ও উপজেলা শিক্ষা বিভাগের সহায়তায় প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ৯৭টি সোপান, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর জন্য ৩৯টি ক্যাম্প সেকশনে ১৩৬ জন কমিউনিটি শিক্ষকের মাধ্যমে আইকিউই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উপজেলার রাজাবাড়ী, প্রহলাদপুর ও গোসিংগায় আইকিউই মডেল ছাড়াও কমিউনিটির সব বয়সের মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ২০টি কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারও রয়েছে।

সরেজমিন গিয়ে দেখা গেছে, উপজেলার রাজাবাড়ী ইউনিয়নের লক্ষ্মীপুর রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আইকিউই মডেল প্রকল্পের আওতায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। স্কুলের শিক্ষক চন্দ্রমোহন রায় ও শহীদুল ইসলাম জানান, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান সহজ হচ্ছে। কারণ, শিক্ষার্থীদের পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে যার যেখানে দুর্বলতা আছে তা চিহ্নিত করে আগে থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয়। এর ফলে ঝরে পড়া শিশুদের হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। অপরদিকে কমিউনিটি লার্নিং সেন্টারে গর্ভবতী মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুদের প্রাথমিক স্কুলে যাওয়ার আগে পূর্ব প্রস্তুতিমূলক হিসেবে প্রি-স্কুলে বিনোদনের মাধ্যমে শিক্ষাদান ইত্যাদি দেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া এসব সেন্টারে বই ও সংবাদপত্র পড়ারও সুযোগ রয়েছে। কমিউনিটি সদস্যরা এখানে গান পরিবেশনসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করে থাকেন।

যারা কাজ করছেন

প্রকল্পের আওতায় স্থানীয় ৪৩টি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ৪ হাজার ১৩ জন শিক্ষার্থীকে আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরুর আগে দুই ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিটি শিক্ষকদের দ্বারা পাঠদান করা হয়। এর ফলে ১ম ও ২য় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষার ভিত্তি মজবুত হচ্ছে যা পরবর্তী সময়ে জাতীয় টেক্সট বুক বোর্ডের নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক হচ্ছে